© ROBI KAKA
WWW.NILNIRJON.COM

কমলার কোয়া

রবিকাকা

কমলা মেয়েটার ছামা এখন পুরোপুরি আমার সামনে খোলা। আমি আমার আঙুলটা ওর ওর মুখে দিয়ে বললাম নে একটু চুষে দে।ও আমার আঙুলটা নিয়ে নিলো..আমি টের পেলাম আমার আঙুলের চারপাশে ওর জিভের নড়াচড়া..আর এতেই আমার শিশ্নটা দাড়িয়ে যেতে লাগলো। আমি আঙুলটা নিজের নাকের কাছে নিয়ে এলাম না কোন দুর্গন্ধ নেই.. তারমানে ও নিয়মিত ব্রাশ করে।

এখন ওই হাতটা নিয়ে গেলাম ওর ছামার কাছে আর বাম হাতের দুই আঙুল দিয়ে ওর ছামাটা ফাক করে ধরলাম। এরপর ভেজা আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলাম ওর ছামার মধ্যে। মনে হলো একটা জবজবে জায়গাতে আমার আঙুলটা ঢুকে গেলো..খুব আরাম লাগলো। আমি আস্তে আস্তে আঙুলটা ঢুকাতে লাগলাম.. দেখলাম কমলার চোখ বুজে গেছে। আঙুলটা পুরাপুরি ঢুকিয়ে নাড়া দিলাম ভেতরে। আর বুড়ো আঙুলটা দিয়ে ওর ভোদার ফুটোতে চাপ দিতে লাগলাম। কিছুক্ষন চাপ দেয়ার পর দেখলাম ফুটোর জায়গাটা আস্তে আস্তে কেমন ভেজা হয়ে যাচ্ছে। তখন আর সমস্যা থাকলো না আমার .. বুড়ো আঙুলটা ফুটোর মধ্যে আরেকটু করে ঢুকাতে। একটু পরে সেটা পুরোপুরি ঢুকে গেল। কমলার এখন চোখ বন্ধ হয়ে আছে। আমি বুঝতে পারছি সে এখন চূড়ান্ত feelings এ আছে। ভোদা থেকে আঙুলটা বের করে আমি সেখানে চাটা দিলাম। সে একেবারে শক খাওয়ার মত করে হিসিয়ে উঠলো আর আমি তো মজা পেয়ে গেলাম.. একটু একটু করের চাটা দিলাম ফুটোটার উপর আর এদিকে ভোদার আঙুলীকরন তো চলছেই! এদিকে আমার লিঙ্গ তো একেবারে লৌহদন্ড হয়ে গেছে। বুঝলাম সময় এসেছে ঢুকানোর।

© ROBI KAKA
WWW.NILNIRJON.COM

কমলা দেখ তো
কমলা চোখ খুলল..ওর চোখের সামনে আমার যন্ত্রটা দুলছে।
এত্তবড় আপনেরটা ভাইজান
আমি একটু তৃপ্তির হাসি দিলাম, বললাম
বর সোনা হইলেই তো ভালো.. আরাম পাবি।
কমলা আমারটা হাত দিয়ে মুঠো করে ধরলো। সাথে সাথে আমার শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেলো। তারপর সে ওটাকে উপর নিচে ঘষতে লাগলো। আস্তে আস্তে আমার যন্ত্রটা পুরা বাঁশের মত হয়ে গেলো।
আমি বললাম হা কর।
সে হা করলো।
আমি সোনাটার মাথা ওর জিভার সাথে ঘষতে লাগলাম। জটিল feelings হইতেছিলো। এরপর ওর ভেজা ঠোঁট দিয়ে আমারটা জড়িয়ে ধরতে বললাম। ও তাই করলো। আমি আমার সোনার চারপাশে ওর ওর গরম ঠোঁটটাকে ইলাস্টিকের মত পেলাম। ওকে বললাম জিভটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লিঙ্গের চারপাশে। ও তাই করলো। আমি বেশীক্ষন সামলাতে পারলাম না। ওর মুখের ভেতরেই আমার জিনিস বের হয়ে গেলো। এরপর কিছুক্ষন চোখ বুজে থাকলাম। কিন্তু বেশী সময় লাগলো না আবার ধোনটা খাড়া হতে। কমলা তো ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে চুষছিলো আবার সে আখাম্বা হয়ে গেল। এরপরে ভাবলাম এখন মেয়টার ভোদা মারতে হবে। যাই হোক ফুটোটাতে আঙুলী করে একটু পিছল করে নিলাম। তারপরে আর কি... সেই রকম ভোদা মারা!

সমস্যা টের পেলুম কয়েকদিন পর দেখি আমার সোনা ধামাধাম চুলকাচ্চে। চুলকুনির চোটে মান সন্মান নিয়ে টানাটানি। গেলুম ডাক্তারের কাছে। মাঝবয়সী টাক মাথার ডাক্তার শালা আমাকে বলে কিনা
প্যান্ট খোলো।
আমি বল্লুম চুলকানির ওষুধ দিয়ে দিলেই তো হয় এতে প্যান্ট খোলার কি আছে? সে বলে চুলকানি অনেক রোগেরই লক্ষন হতে পারে সো প্যান্ট খোলো এবং জাঙিয়া খোল, না দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। আমি শালার বহুদিন ধরে বাল কাটি না। নিচের দিকে আমাজানের জঙ্গল হয়ে আছে। অনিচ্ছা সত্বেও নোড়াটা বের করতেই হোলো। ডাক্তার মশাই জিনিসটা হতে নিয়ে বললেন হু ভালোই তো বানিয়েচ!
আমার পিলে চমকে গেল... খানকির পো বলে কি? তোর কাম চুলকানি খোঁজা তুই শালা ধোনের সাইজ নিয়া ভাবস ক্যন?
যাই হোক আমি গম্ভীর হয়ে বললুম কোন খারাপ অসুখ করে নি তো?
সে আরো গম্ভীর হয়ে বলে কিছু টেস্ট না করে বোঝা যাচ্ছে না।
এ তো মহা ফাপরে পরা গেল। কমলার গুদ মারতে গিয়ে নিজেই যে পোঙামারা খাওয়ার অবস্থা!

আমাকে ডাক্তার যে সব টেস্ট করতে দিল তার কোনটারি মাথামুন্ডু বুঝলাম না। যে ডায়গনস্টিক সেন্টারে পাঠালো সেটার অবস্থাও তথৈবচ। তবুও গেলাম। এক রুমে ঢোকার পরেই নার্স এসে বলে আপনার infected area তো open করতে হবে। যাক ওই ডাক্তারের সামনে খোলার চেয়ে এই মোটাসোটা গোলগাল নাস্রে সামনে খোলা ভালো। জিনিস বের করতেই সে তো অবাক। দেখি অবাক হয়ে আমার যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর বাম হাত দিয়ে কি যত্ন করে জিনিসটা ধরলো আর ডান হাত নিয়ে গেল বিচির থলের নিচে। আমার যন্ত্র তো ফুলে বাশ হয়ে গেছে। দেখি সে আমার নোড়াটার কাছে মুখ নিয়ে গেছে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে ওটাকে চুষতে শুরু করলো। চুষতে চুষতে দেখি একেবারে গলা পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে আমি

আরামে চোখ বুঁজে ফেললাম। এদিকে বিচির থলেটার উপরে সে হালকা ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। একটু পরে দেখি শুধু ধোনের মুন্ডিটা নিয়ে সে চুষতে লাগলো। জিভের আগাটা নিয়ে শুধুমাত্র ধোনের ফুটোটাতে সে একটু পরপর যেন সেঁকা দিচ্ছে। এই সুখ বেশীক্ষন সিলো না। আমার ছোটভাই ওর মুখের ভেতরেই নিজেকে হালাকা করলো। আমার অসুখ টসুখ ততক্ষনে খিড়কি দিয়ে পালিয়েছে। বাসায় যেতে যেতে ভাবলাম যাক বড় ধোনের বাপারস্যপার ই আলাদা যেখানে যাই একটা আলাদা সম্মান পাই।

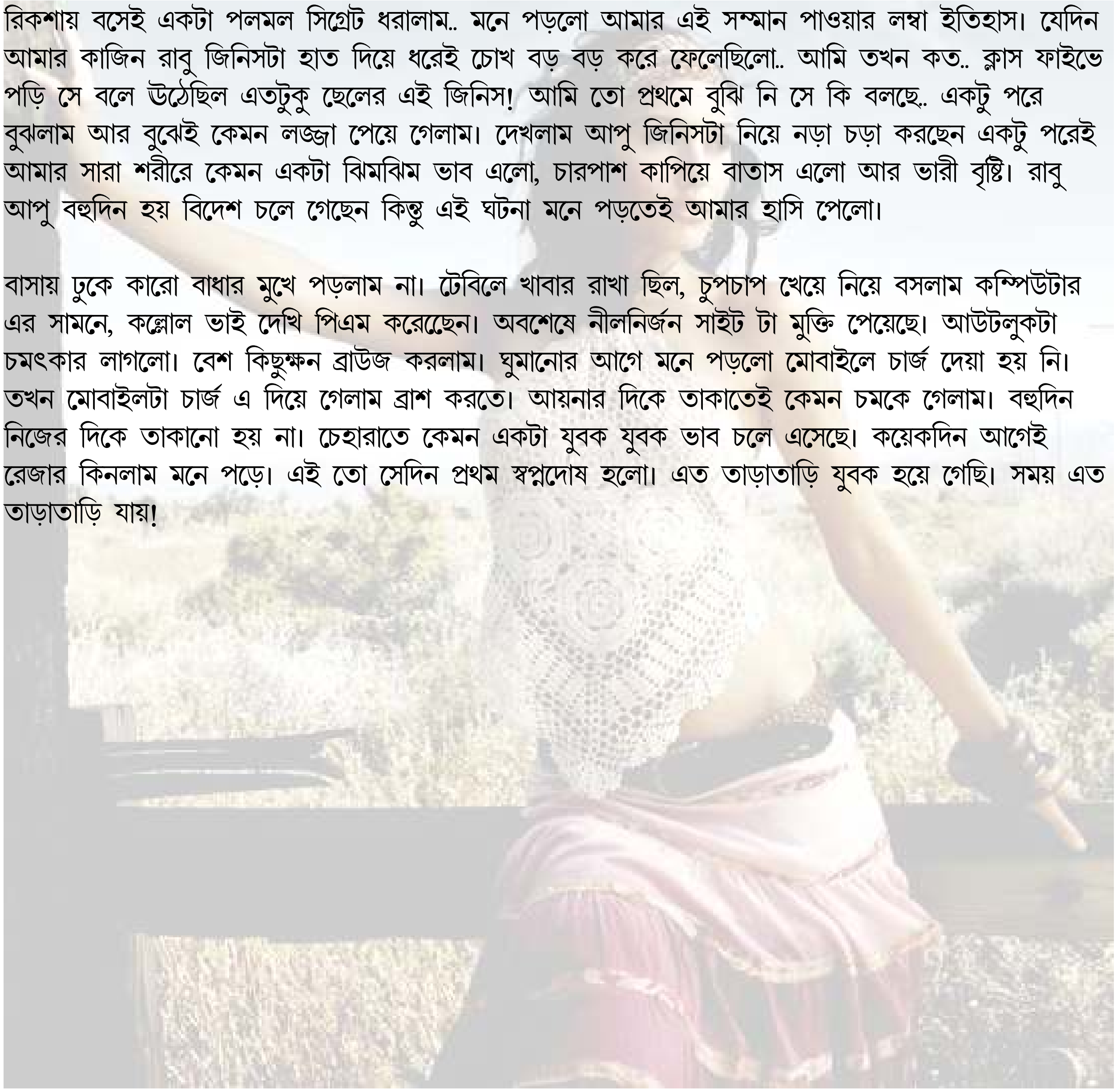

রিকশায় বসেই একটা পলমল সিগ্রেট ধরালাম.. মনে পড়লো আমার এই সম্মান পাওয়ার লম্বা ইতিহাস। যেদিন আমার কাজিন রাবু জিনিসটা হাত দিয়ে ধরেই চোখ বড় বড় করে ফেলেছিলো.. আমি তখন কত.. ক্লাস ফাইভে পড়ি সে বলে উঠেছিল এতটুকু ছেলের এই জিনিস! আমি তো প্রথমে বুঝি নি সে কি বলছে.. একটু পরে বুঝলাম আর বুঝেই কেমন লজ্জা পেয়ে গেলাম। দেখলাম আপু জিনিসটা নিয়ে নড়া চড়া করছেন একটু পরেই আমার সারা শরীরে কেমন একটা ঝিমঝিম ভাব এলো, চারপাশ কাপিয়ে বাতাস এলো আর ভারী বৃষ্টি। রাবু আপু বহুদিন হয় বিদেশ চলে গেছেন কিন্তু এই ঘটনা মনে পড়তেই আমার হাসি পেলো।

বাসায় ঢুকে কারো বাধার মুখে পড়লাম না। টেবিলে খাবার রাখা ছিল, চুপচাপ খেয়ে নিয়ে বসলাম কম্পিউটার এর সামনে, কল্লোল ভাই দেখি পিএম করেছেন। অবশেষে নীলনির্জন সাইট টা মুক্তি পেয়েছে। আউটলুকটা চমৎকার লাগলো। বেশ কিছুক্ষন ব্রাউজ করলাম। ঘুমানোর আগে মনে পড়লো মোবাইলে চার্জ দেয়া হয় নি। তখন মোবাইলটা চার্জ এ দিয়ে গেলাম ব্রাশ করতে। আয়নার দিকে তাকাতেই কেমন চমকে গেলাম। বহুদিন নিজের দিকে তাকানো হয় না। চেহারাতে কেমন একটা যুবক যুবক ভাব চলে এসেছে। কয়েকদিন আগেই রেজার কিনলাম মনে পড়ে। এই তো সেদিন প্রথম স্বপ্নদোষ হলো। এত তাড়াতাড়ি যুবক হয়ে গেছি। সময় এত তাড়াতাড়ি যায়!

যাই জেট অডিও তে টাইমার সেট করে দিয়ে ইয়ানি র in the morning light
চালু করে দিয়ে একটু চোখটা বুজলাম। চোখ খুলে দেখি রুমে হালকা আলো ঢুকেছে, সকাল হয়ে গেছে আর সেই গানটা এখনো চলছে। কোন কারনে টাইমার টা কাজ করে নি। মেশিনের কাছে গিয়ে দেখি মোবাইল টাও চার্জার থেকে unplug করি নি! কার উদ্দেশ্যে কে যানে মাদারচোদ বলে একটা গালি দিয়ে উঠলাম।

© ROBI KAKA
WWW.NILNIRJON.COM

আরেকটা দিনের শুরু।

unplug করি নি! কার উদ্দেশ্যে কে যানে মাদারচোদ বলে একটা গালি দিয়ে উঠলাম।

আরেকটা দিনের শুরু।